সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২১৫
WEEKLY BOOKLET:215

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ
এর বাণী সমূহের লিখিত পুষ্পধারা

আলা হযরত ও আমীরে আহলে সুন্নাত

আলা হযরতের পরিচয় কিভাবে হলো?
আলা হযরতের উপর চোখ বন্ধ হওয়ার অর্থ
আলা হযরতের জীবনীর কোন কিতাব অধ্যয়ন করা উচিত?
ওরশ উদযাপনের উত্তম পদ্ধতি

উপস্থাপনায়:
মজলিস-তাহকীকাতুল ইসলামিয়া
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই পুস্তিকাটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট উপস্থাপিত প্রশ্নাবলী ও এর উত্তর সম্বলিত

আলা হযরত ও আমীরে আহলে সুন্নাত

জা'নশিনে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়া: হে **আল্লাহ পাক**! যে ব্যক্তি এই "**আলা হযরত ও আমীরে আহলে সুন্নাত**" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে অলীয়ে কামিল আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শিক্ষার উপর আমল করে ফয়যানে রযা দ্বারা ধন্য করে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার প্রতি জুমার দিন ও রাতে ১০০বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** তার ১০০টি চাহিদা পূরণ করবেন, ৭০টি আখিরাতের আর ৩০টি দুনিয়ার এবং **আল্লাহ পাক** একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করবেন, যে সেই দরূদে পাক আমার কবরে এভাবে পৌঁছাবে, যেভাবে তোমাদের উপহার প্রদান করা হয়, নিঃসন্দেহে আমার ইলম

www.dawateislami.net

(জ্ঞান) আমার ওফাতের পর তেমনই থাকবে যেমনটি আমার জীবদ্দশায় রয়েছে।”[১]

আলা হযরতের পরিচয় কখন ও কিভাবে হলো?

প্রশ্নঃ (নিগরানে শূরা আমীরে আহলে সুন্নাতের খেদমতে আরয করলেন:) যখন আমি আপনার মুরীদ হয়েছি তখন আপনার মুখে প্রথমবার আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাম শুনেছি, এমন লাখো ইসলামী ভাই থাকবে হয়তো, যারা আপনার বয়ানের মাধ্যমেই আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাম ও পরিচয় শুনেছে। যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করে যে, আলা হযরতের নাম কিভাবে শুনেছেন, তখন আমি উত্তর দিবো আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাধ্যমে। যদি প্রশ্ন কেউ আপনাকে করে তবে আপনি কি উত্তর দিবেন?

উত্তরঃ আমি যখন থেকেই বুঝতে শিখেছি তখন মহল্লার বাদামী মসজিদ (গাওগলি, মিঠাদার, ওল্ডসিটি, বাবুল মদীনা) থেকে দরূদ ও সালাম এবং নাতের আওয়াজ শুনতাম। যেহেতু শিশুরা সাদা কাগজের মতো হয়ে থাকে, সাদা কাগজে যাই লিখা হয় তা ফুটে উঠে, এজন্য

১. জমউল জাওয়ামে, ৭/১৯৯, হাদীস ২২৩৫৫।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰه বাল্যকালে নাত ও দরূদের পরিবেশ এমনভাবে মানসিকতায় সংরক্ষিত হয়ে গেছে যে, আজও অবশিষ্ট আছে। যদি মহল্লার মসজিদে আশিকানে রাসূলের ব্যবস্থাপনা থাকে বা ইমাম আশিকে রাসূল হয় তবে ইশ্‌কে রাসূলের সূধা পাত্র পূর্ণ করে বিতরণ করবে আর যদি অবস্থা এর বিপরীত হয় তবে এবার প্রভাবও বিপরীত হবে এবং আকীদা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আকীদা নষ্ট হওয়ার পূর্বেই **আল্লাহ পাক** ঈমান ও নিরাপত্তা সহকারে মদীনায় শাহাদত দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আলা হযরতের প্রথম পরিচয়

বাদামী মসজিদের ব্যবস্থাপনায় হাজী যাকারিয়া গোন্ডলের মেমন ছিলো। গোন্ডল ভারতের গুজরাটের একটি শহর, যেখানে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলার সাথে আমার হাজিরী হয়েছিলো। সেখানকার ইসলামী ভাইয়েরা বলেছিলো যে, এখানে একজনও বদমাযহাব নেই, যত মুসলমানই রয়েছে সবাই আশিকানে রাসূল। একবার আমি এই বাদামী মসজিদে নামায পড়ে বসে ছিলাম, মরহুম হাজী যাকারিয়া আলোচনাকালে আলা হযরতের নাম নিলো এবং

www.dawateislami.net

মাওলানা আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললো। তখন আমার বয়স প্রায় ৯ বছর ছিলো, কিন্তু এতটুকু বুঝতাম যে, رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কোন অলীর নামের সাথেই বলা হয়ে থাকে, কেননা আমরা মেমনদের ঘরে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ও খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর আলোচনা প্রায় হয়ে থাকে এবং তঁদের নিয়ায ও তাঁদের নামের সাথে رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিষ্টার সহকারে বলা হয়ে থাকে, অতএব হাজী যাকারিয়া থেকে আলা হযরতের নামের সাথে رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ শুনে আমি চমকিত হলাম যে, ইনিও কি কোন "অলী", যে তাঁর নামের সাথে رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লাগানো হয়েছে? এতে হাজী যাকারিয়া আলা হযরতের উত্তম বাক্য সহকারে পরিচয় দিলেন যে, তিনি খুবই হৈশ্কার লোক এবং অনেক বড় **আল্লাহ**র অলী ছিলেন। এভাবেই আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর প্রথমবার পরিচয় লাভ হলো।

এর পূর্বে বিভিন্ন কালামে **"রযা রযা"** শুনতাম কিন্তু কিছুই বুঝতাম না যে, এই রযা কে? কিন্তু যখন সেইদিন জানলাম যে, এই রযা কোন সাধারন শায়ের নন বরং অনেক বড় ব্যক্তিত্বের মালিক। দিন অতিবাহিত হতে লাগলো আর হাজী যাকারিয়া রযার হাকিকত ও মারিফাতের যেই বীজ অন্তরে বপন করেছিলেন তা ভেতরে শিকড় গজাতে লাগলো এবং ৬০ বছর সময়ে বৃদ্ধি পেতে পেতে আজ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه বৃহৎ

www.dawateislami.net

একটি বৃক্ষে পরিণত হলো। নেয়ামতের কৃতজ্ঞতার জন্য বলছি যে, আজ এই পৃথিবী, যা এই বৃক্ষ থেকে ফল খাচ্ছে এবং চারিদিকে রযা রযা ধ্বনিত হচ্ছে। ব্যস এটি **আল্লাহ পাকের** রহমত ও **তাঁর** অনুগ্রহ। **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া হলো: যেভাবে এই দুনিয়ায় আলা হযরতের ফয়েয ও বরকত দ্বারা আমাদের ধন্য করেছেন আখিরাতেও যেন তাঁর বরকত থেকে আমাদের বঞ্চিত না করে।

আলা হযরতের প্রতি প্রভাবিত হওয়ার উপর অটলতা পাওয়ার কারণ

প্রশ্ন: (নিগরানে শূরা আরয করলো:) মানুষ কারো প্রতি প্রভাবিত হয়ে যায় কিন্তু অনেক সময় স্থায়ীভাবে এই ভক্তি থাকে না। আপনার আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুবারক সত্তার প্রতি প্রভাবিত ও মুগ্ধ হওয়া, অতঃপর এতে অটলতা পাওয়ার কারণ কি?

উত্তর: আসলে এটি নিজ নিজ ভাগ্যের বিষয়, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার সৌভাগ্য যে, আমি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি প্রভাবিত হয়ে গেছি, অতঃপর এই ভক্তি দিনদিন বৃদ্ধি পেতেই থাকলো। যখন আমি যৌবনে পদার্পণ করলাম তখন কোন এক লাইব্রেরীর সদস্য হয়ে গেলাম। সেখান

www.dawateislami.net

থেকে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ফতোয়া সম্ভার যেমন; আহকামে শরীয়াত, ইরফারে শরীয়াত এবং মলফুযাতে আলা হযরত ইত্যাদি নিতাম এবং তা একটু একটু করে পড়তাম যে, যদি তা শেষ হয়ে যায় তবে কি পড়বো? এটি আমার আবেগ ছিলো, এই কিতাব গুলোতে শরয়ী মাসআলা পাঠ করে আমার এতো ভাল লাগতো যে, আমি পড়তেই থাকতাম। ঘুড়ি উড়ানো কেমন? চিংড়ি খাওয়া কেমন? এরূপ আকর্ষনীয় মাসআলা সাধারনত জনসাধারন জানেনা, তা পাঠ করে উপভোগ করতাম। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফের তো সম্ভবত সেই সময় নামও শুনিনি। যাইহোক **আল্লাহ পাক** অনেক দয়া করেছেন যে, **তাঁর** কামিল অলী, আশিকে রাসূল ও মহান আলিমে দ্বীন মুফতীয়ে ইসলামের আঁচল দান করেছেন। আলিম ও মুফতী তো আরো অনেক রয়েছে কিন্তু আহমদ রযার ন্যায় কেউ নেই। বিগত দুই এক শতাব্দিতে তাঁর ন্যায় কেউ জন্মেছে বলে আমার জানা নেই। এই কথার সাক্ষ্য ঐ সকল লোকেরাই দিবে, যারা ফতোওয়ায়ে রযবীয়া মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করবে। কোন জ্ঞানবান্ধব ব্যক্তি যার উর্দূতে ভাল দক্ষতা রয়েছে এবং কিছু না কিছু আরবী ও ফার্সিও বুঝে, যখন

www.dawateislami.net

সে ফতোওয়ায়ে রযবীয়া পাঠ করবে তখন সে মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারবে না, এই জন্যই যে, এতে ইলমী গবেষণার এতো গভীরতা লক্ষ্য করবে যে, যার তলদেশ পাওয়া যাবেনা। যদি কোন নিউট্রল লোকও উর্দূ ফতোয়ার তুলনা করে তবে সে ফতোওয়ায়ে রযবীয়াকে সর্বক্ষেত্রেই অনন্য হিসাবে পাবে।

তাঁর সকল গুণাবলীই অনন্য

প্রশ্ন: আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সত্তা হলো গুণাবলীর সমষ্টি, আপনার কি তাঁর গুণাবলীর মধ্যে কিছু কিছু বেশী আকর্ষণীয় মনে হয়?

উত্তর: আমি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর গুণাবলীকে পরস্পরের মধ্যে প্রাধান্য দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না, কেননা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কোনো গুণে কোনো দূর্বলতা দেখা যাচ্ছে না, যা দেখে আমি অপর গুণকে এর উপর প্রাধান্য দিতে পারবো। সকল গুণাবলীই অনন্য। **আল্লাহ পাকের** ভালবাসায় তাঁর কোনো তুলনা নেই। ইশ্‌কে রাসূলের গুণ দেখুন তবে তা মেরাজের উচ্চতায়। কুরআনে করীমের বোধশক্তিতে তাঁর কোনো তুলনা নেই, তাঁর মতো কোনো মুফাসসীর নেই, তাঁর

www.dawateislami.net

মতো কোনো মুহাদ্দীস নেই, তাঁর মতো কোন মুফতী নেই, তাঁর মতো কোন আল্লামা নেই, ব্যস চারিদিকে রযার প্রতিবিম্বই দেখা যাচ্ছে। আমরা বলতে পারি যে, যেইদিকেই গেছেন, প্রভাব ছড়িয়ে দিয়েছেন।

আলা হযরতের প্রতি আমার চোখ বন্ধ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি আলা হযরতের আঁচল ধরে **ওয়াল্লাহ, বিল্লাহ, তাল্লাহ** হোঁচট খাইনি বরং আমি এই দরজার জন্য দুনিয়াকেই ছেড়ে দিয়েছি। **আল্লাহ** করে যেনো আলা হযরতের আঁচল আমার হাত থেকে ছুটে না যায়, তাঁর দরজা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবো যে "এক দরগীর মুহকাম গীর অর্থাৎ একটিই দরজা ধরো আর শক্তভাবে ধরো।" এর শিক্ষাও আলা হযরতই দিয়েছে। এটাও ঠিক, ওঠাও ঠিক নয় বরং যা রযা বলে তাই ঠিক, কেননা রযা কোন কথা কুরআন ও হাদীসের বিপরীত বলেন না। যখন আমি তাঁর ফতোয়া, তাঁর কিতাব এবং তাঁর জীবনি অধ্যয়ন করি তখন আমি এই বিষয়টি বুঝে গেছি যে, রযার মুখ থেকে তাই বের হয়, যার সমর্থন ও সত্যায়ন কুরআন ও হাদীস দ্বারা হয়ে থাকে। এই কারণেই রযার উপর আমার চোখ বন্ধ, যদি চোখ খুলি তবে এমন যেনো না হয় যে, সমস্যা তৈরী হয়ে গেলো আর অন্তরের

www.dawateislami.net

চোখ বন্ধ হয়ে গেলো অতএব চোখ বন্ধ করে রযার পেছনে পেছনে চলতে থাকুন اِنْ شَآءَ الله গাউসে পাকের আঁচল পর্যন্ত পৌঁছে যাবেন আর গাউসে পাক তাঁর **নানাজান, রাহমাতুল্লিল আলামিন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদম পর্যন্ত নিয়ে যাবেন।

বাগে জান্নাত মে মুহাম্মদ মুচকুরাতে জায়েঙ্গে
ফুল রহমত কে ঝড়েঙ্গে হাম উঠাতে জায়েঙ্গে

আলা হযরতের উপর চোখ বন্ধ হওয়ার অর্থ

প্রশ্নঃ "আলা হযরতের উপর আমার চোখ বন্ধ" এই বিষয়টি আরো ব্যাখ্যা করে দিন?

উত্তরঃ এর অর্থ হলো: আমি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি কোন প্রকারের সমালোচনা করিনা এবং না আমার তাঁর বর্ণনাকৃত কোন বিষয়ের ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যাপারে চোখ বন্ধ করাতেই নিরাপত্তা নিহিত, এই দরবারে চোখ খুললে তবে হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মনে রাখবেন! আমি আলা হযরতকে **আল্লাহ পাকের** অলী মনে করি, নবী মনে করিনা, **আল্লাহ পাকের** অসংখ্য আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام রয়েছে, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ।

www.dawateislami.net

আলা হযরতের ভালবাসা অন্তরে কিভাবে সৃষ্টি করবে?

যারা চাই, আলা হযরতের ভালবাসা তার অন্তরে জাগ্রত হোক তবে তার উচিৎ, এরূপ লোকের সহচর্যে বসা, যারা রযা রযা করে ও এছাড়াও আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিতাব ও তাঁর জীবনি অধ্যয়নও করতে থাকে, اِنْ شَآءَ الله শিরা উপশিরায় আলা হযরতের ভালবাসা মিশে যাবে।

মনে রাখবেন, আলা হযরতের ভালবাসা অন্তরে মিশে যাওয়া দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, مَعَاذَ الله এবার আর কোন বুযুর্গকে ভালবাসা যাবে না। আমরা তো ফয়যানে আম্বিয়া ও আউলিয়া বলার লোক। সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام, সকল সাহাবায়ে কিরাম ও পবিত্র আহলে বাইত رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِین কেও মান্য করি এবং সমস্ত আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام কেও মান্য করি।

আলা হযরতের এত নাম কেন?

প্রশ্ন: সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان, হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, দাতা গঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও তো দ্বীনের কাজ করেছেন, কিন্তু আপনি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এরই এত নাম কেন নেন? (স্যোশাল মিডিয়ার প্রশ্ন)

www.dawateislami.net

উত্তরঃ বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن এর আলোচনা সাধারনত পরিবেশ পরিস্থিতির হিসাবে করা হয়ে থাকে, এখন যেহেতু আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ওরশের দিন চলছে তাই আমরা তাঁরই আলোচনা করছি। যখন গেয়ারভী শরীফের মাস শুরু হবে তখন اِنْ شَآءَ الله এগারো রাত মাদানী মুযাকারা হবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের তো অনেক বছর ধরে এই ধারাবাহিকতা চলে আসছে যে, গেয়ারভী শরীফের মাস শুরু হতেই গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর উত্তম আলোচনা শুরু করে দিই। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর আলোচনায় হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর শানও প্রকাশ পায় যে, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর যেই মহান মর্যাদা অর্জিত হয়েছে তা গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এরই গোলামীর কারণেই অর্জিত হয়েছে।

মাযরেয়ে চিশত ওয়া বুখারা ওয়া ইরাক ওয়া আজমীর
কোন সি কিশত পে বরসা নেহী জ্বালা তেরা

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৬ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ হে গাউসে আযম! এমন কোন ক্ষেত রয়েছে, যাতে আপনার দয়ার মেঘ বর্ষিত হয়নি, হোক তা আজমীর হোক বা ইরাক, প্রতিটি ক্ষেতে আপনার দয়ার বর্ষণ হয়েছে। নিঃসন্দেহে আলা হযরতও সেই রত্ন দরবারের গোলাম এবং

www.dawateislami.net

ফয়েযপ্রাপ্ত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা তো প্রায় সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আলোচনা করি বরং এই **"নবীর সকল সাহাবী জান্নাতী জান্নাতী"** শ্লোগানও আমরাই লাগিয়েছি। তাছাড়া যখন বারভী শরীফের মাসের আগমন ঘটবে তখন আমারা আমাদের **আক্বা ও মাওলা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **যিনি** নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাকের** সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তিত্ব, **তাঁর** আলোচনা করবো, اِنْ شَآءَ الله মারহাবার সাড়া জাগাবো। (এই অবস্থায় নিগরানে শূরা আরয করলেন:) اِنْ شَآءَ الله আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর এই শেরকে আমাদের জন্য চলার পথের মশাল বানাবো:

খাক হো জায়েঁ আদ ও জল কর মগর হাম তো রযা
দম মে জব তক দম হে যিকর উন কা সুনাতে জায়েঙ্গে

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৫৭ পৃষ্ঠা)

আলা হযরত দিবস কেন উদযাপন করা হয়

প্রশ্ন: আপনি আলা হযরতের বিলাদত দিবস কেন উদযাপন করেন?

উত্তর: আমরা আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর বিলাদত দিবস তাঁর সুনামের কারণেই উদযাপন করি, অন্যথায় তিনি না আমাদের দাদাজান আর না চাচা বরং তাঁর ভাষাও তো আমাদের ভাষা নয়, আর না তাঁর

www.dawateislami.net

সাথে আমাদের কোন বংশীয় সম্পর্ক রয়েছে কিন্তু আমরা বংশীয় সম্পর্ককে তাঁর ব্যাপারে কুরবান করে দিই, এই কারণেই তাঁর বিলাদত দিবস উদযাপন করে থাকি। অন্যথায় বর্তমানে তো কেউ নিজের দাদারও বিলাদত দিবস উদযাপন করে না বরং জানেই না যে, দাদার জন্ম তারিখ কত ছিলো। আমিও আমার দাদাজানের জন্ম তারিখ বা মৃত্যু তারিখ জানিনা, আমি তো আমার দাদাকে দেখিওনি, অতঃপর এটাতো দাদার বিষয়, আমি তো আমার আব্বাজানেরও জন্মতারিখ জানি না, কেননা আমার বাল্যকালেই আব্বাজান ওফাত গ্রহণ করেছিলেন, তাই আমরা আমাদের শায়খ অর্থাৎ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বিলাদত দিবস উদযাপন করি, কেননা তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: ওয়ালিদ পেদরে গুল হে অউর শায়খ পেদরে দিল অর্থাৎ পিতা মাটির অস্তিত্বের পিতা আর শায়খ অর্থাৎ পীর বা দ্বীনি ওস্তাদ অন্তরের পিতা হয়ে থাকে।[১] উভয়ের সম্মান নিজ নিজ জায়গায় জরুরী।

পড়ার জন্য কোন কিতাব নির্বাচন করবো?

প্রশ্ন: কি ধরনের দ্বীনি কিতাব পড়া উচিৎ?

১. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৪৭৬।

www.dawateislami.net

উত্তরঃ যেকোন কিতাব পড়ার জন্য কোন ভাল আলিমে দ্বীনের পরামর্শ নিন যে, আমি কোন কিতাব পড়বো। মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রিন্ট হওয়া কিতাবাদী পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামের লিখিত হয়ে থাকে অথবা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইলমী ও গবেষণা বিভাগ আল মদীনাতুল ইলমিয়া (ইসলামিক রিচার্স সেন্টার) এর কিতাব হয়ে থাকে, তা অধ্যয়ন করুন, বাহারে শরীয়াত পড়ুন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাকতাবাতুল মদীনা বাহারে শরীয়াত উৎস নির্ণয় সহকারে প্রকাশ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে, ফতোওয়ায়ে রযবীয়া এবং আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অন্যান্য কিতাবাদীও অধ্যয়ন করা যায়।

আলা হযরত বলার কারণ

প্রশ্নঃ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে **"আলা হযরত"** কেন বলা হয়?

উত্তরঃ আলা এর অর্থ হলো উত্তম ও অনন্য, যেহেতু আমাদের ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উত্তম ও অনন্য ছিলেন তাই তিনি **"আলা হযরত"** ছিলেন। আমাদের ওলামায়ে কিরামগণ তাঁকে **"আলা হযরত"** বলতেন তাই আমরাও তাঁকে আলা হযরত বলি। তাছাড়া তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মহা

www.dawateislami.net

জ্ঞানী ছিলেন, তাই তাঁকে **"আলা হযরত"** বলা হয়।[১]

আলা হযরতের জীবনির কিতাব

প্রশ্ন: আলা হযরতের জীবনি সম্বলিত কোন কিতাবটি পাঠ করবো? **(রুকনে শূরার প্রশ্ন)**

উত্তর: আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জীবনির উপর অসংখ্য কিতাব রয়েছে, কিন্তু সবগুলোর সারমর্ম হলো "হায়াতে আলা হযরত", যা খলিফায়ে আলা হযরত মাওলানা মুফতী যাফরুদ্দীন বিহারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন। তিনি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অনেক সহচর্য পেয়েছেন এবং তিন খন্ডে এই কিতাব লিখেছেন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জীবনের উপর যেই কিতাব লিখা হতো, তার বিষয়বস্তু সাধারনত "হায়াতে আলা হযরত" থেকেই নেয়া হতো। যেমনটি

---

১. ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বংশের লোকেরা পার্থক্য করা ও পরিচিতির জন্য নিজেদের কথাবার্তায় "আলা হযরত" বলতো। বর্তমানে শুধু পাক ভারত উপমহাদেশের জনসাধারনই নয় বং সারা দুনিয়ার আশিকানে রাসূলের মুখে এই শব্দটি প্রচলিত হয়ে গেছে এবং এখন গ্রহনযোগ্যতার পর্যায় এতটুকু পৌঁছে গেছে যে, কি শুভানূধ্যায়ী বা বিরুদ্ধবাদী! যেকোন আসরেই "আলা হযরত" বলা ব্যতীত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যক্তিত্বের পরিচিতিই (Introduction) পরিপূর্ণ হয়না। **(সাওয়ানেহে ইমাম আহমদ রযা, ৮ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

হুযুরে গাউসুল আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর জীবনির উপর লিখিত কিতাবসমূহ সাধারনত "বাহজাতুল আসরার" থেকেই লিখা হতো, যা অনেক বড় বুযুর্গ হযরত আল্লামা আলী বিন ইউসুফ শাতনুফী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর জীবনির উপর আরবী ভাষায় লিখা অনেক পুরোনো কিতাব। জীবনি লিখকরা যে সবকিছুই জানবে এটা জরুরী নয়, অনেক বিষয় নিজস্বভাবেও জানা থাকে। যেমন; মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা "**বেরেলী থেকে মদীনা**", এই পুস্তিকার মধ্যে আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর জীবনের এমন বিষয়ও লিখা হয়েছে, যা আমি আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও বুযুর্গদের সাক্ষাত থেকে সরাসরি (কোন মাধ্যম ব্যতীত) জেনেছি এবং সেই বিষয় "হায়াতে আলা হযরত" এর মধ্যে নেই। অনুরূপভাবে আরো অনেক কিতাব থাকতে পারে, যার লিখক সরাসরি (Direct) তথ্য জেনেছে আর তা কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

"মাহিয়ে বিদআত" এর অর্থ

প্রশ্ন: আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মাহিয়ে বিদআত ছিলেন, এর অর্থ কি?

www.dawateislami.net

উত্তর: “মাহিয়ে বিদআত” ছিলো তাঁর উপাধী, এর অর্থ হলো: বিদআদকে মুছে দিয়ে সুন্নাতকে জীবিতকারী। সুন্নাতের স্থলে যেই বিদআত ও ভ্রষ্টতা প্রচলিত হয়ে গিয়েছিলো আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তা মিটিয়েছেন, তাই তাঁকে মাহিয়ে বিদআত বলা হয়।

প্রশ্ন: আপনি কি আলা হযরতের মাযার শরীফে গিয়েছেন?

উত্তর: اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه দুইবার বেরেলী শরীফে হাজিরীর সৌভাগ্য নসীব হয়েছে।

ওরশ উদযাপনের উত্তম পদ্ধতি

প্রশ্ন: আলা হযরতের ওরশ কিভাবে উদযাপন করবো?

উত্তর: আলা হযরতের ওরশ উদযাপনের পদ্ধতি এমন হোক যে, এতে কুরআনখানি, নাতখানি করা, আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা, তাঁর তাকওয়া ও পরহেযগারিতা, তাঁর জ্ঞান, তাঁর দ্বীনি খেদমত এবং তাঁর কারামাতের আলোচনা করা। এভাবে মানুষের অন্তরে আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। সাধারনত বুযুর্গানে দ্বীনের ওরশে ওলামায়ে কিরাম বয়ান করে থাকেন আর তা হওয়াও উচিৎ,

www.dawateislami.net

এরপর যে নেকী হয় তা ইছালে সাওয়াব হয়ে থাকে, অতঃপর খাবারও খাওয়ানো হয়ে থাকে। খাবার খাওয়ানো অনেক সাওয়াবের কাজ বরং মাগফিরাত ওয়াজিব করার কাজ সমূহের মধ্যে একটি।[১] তাছাড়া ওরশ উদযাপনের একটি পদ্ধতি এটাও যে, ইছালে সাওয়াবের জন্য ইলমে দ্বীনের প্রসারে অংশগ্রহণ করা। আলা হযরত সারা জীবন ইলমে দ্বীনের খেদমত করেছেন, আমরা আলা হযরতের আঁচল এমনিতেই ধরিনি বরং তাঁর ব্যক্তিত্বই এমন, যার আঁচল ধরে মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জন করা যায়। আমার আলা হযরত, আলা হযরতই ছিলেন, যার একটি সেকেন্ডও নষ্ট হতো না। তাঁর ইলমে দ্বীনের প্রতি ভালবাসা ছিলো, তিনি এর প্রসারে নিজের সারা জীবন ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন, অতএব তাঁর ইছালে সাওয়াবের জন্য যদি আমরা ইলমে দ্বীনের কিতাব বিতরন করি তবে এটাই হবে ইছালে সাওয়াবে উত্তম পদ্ধতি।

আলা হযরতের ব্যস্ততার অবস্থা

প্রশ্ন: আলা হযরতের ব্যস্ততার অবস্থা কেমন ছিলো?

১. মাকারিমুল আখলাক লিত তাবারানী, ৩৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৫৮।

www.dawateislami.net

উত্তরঃ তিনি দ্বীনের খেদমতে এমনভাবে ব্যস্ত ছিলেন যে, একবার কেউ তার আঞ্জুমান পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য আরয করলো যে, আপনি আমাদের জন্য কাজ করুন। বললেন: আপনি আমার নিকট আগমন করুন আর আমার রাতদিনের ব্যস্ততা পরিদর্শন করুন যে, আমি কি কি কাজ করছি, যদি কোন মিনিট আপনি অবসর অবস্থায় পেয়ে যান তবে আমি সেই মিনিট আপনাকে দিয়ে দিবো।[১] অর্থাৎ তাঁর নিকট এক মিনিটও অবসর সময় ছিলো না।

প্রশ্নঃ আলা হযরতের কি সব কিতাব ছাপানো হয়েছে?

উত্তরঃ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শুধু ফতোয়া সমষ্টি ৩০ খন্ডে ছাপানো হয়েছে, অথচ শুরুর দিকের ১০ বছরের ফতোয়া তো সংগ্রহণ করা হয়নি। **আল্লাহ** ভাল জানেন যে, তাঁর কতটি রচনা এখনো পর্যন্ত ছাপানোই হয়নি, অপ্রকাশিতই রয়ে গেছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখাতে সফল হয়ে গেছেন কিন্তু আমরা ছাপানোতে সফল হয়নি, অথচ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একাই লেখক ছিলেন আর আমরা ছাপানোর জন্য হলাম লাখো লোক, এরপরও আমরা তাঁর পেছনেই রয়ে গেলাম।

---

১. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/১১০-১১১।

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: আলা হযরতের শাগরেদের সংখ্যা কত?

উত্তর: আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বড় বড় ওলামা তৈরী করেছেন, আজও পর্যন্ত সেই শাগরেদদেরই শাগরেদের শাগরেদ চলে আসছে, অর্থাৎ এভাবে বলা যায় যে, হাজারো ওলামায়ে কিরাম তাঁর শাগরেদ রয়েছে আর বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে।

ইশ্‌কে রাসূল বৃদ্ধির ওযীফা

প্রশ্ন: ইশ্‌কে রাসূল কিভাবে বৃদ্ধি পাবে?

উত্তর: আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইশ্‌কে রাসূল বৃদ্ধির একটি উপায়ও বর্ণনা করেছেন: "সুকণ্ঠের অধিকারী ক্বারী সাহেবের কুরআনে করীম তিলাওয়াত শুনাতে **আল্লাহ পাকের** ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এবং সুকণ্ঠের অধিকারী নাত পরিবেশনকারীর নাত শরীফ শুনাতে ইশ্‌কে রাসূল বৃদ্ধি হয়।[১] নাতও তাই শুনবেন যা শরীয়াত অনুযায়ী হয়, যেমন; আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এমন আশিকে রাসূল যে, তাঁর কলম থেকে বের হওয়া প্রতিটি লাইন বরং প্রতিটি শব্দ ইশ্‌কে রাসূলে পরিপূর্ণ হতো, এরূপ কালাম শুনলে অন্তরে ইশ্‌কে রাসূল বৃদ্ধি পাবে, এমনকি যদি বুঝে না-ও

১. মলফুযাতে আলা হযরত, ১৭৩ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

আসে তবুও অন্তরে প্রশান্তি লাভ হবে, কেননা তাঁর কালাম শরীয়াত অনুযায়ী, বুঝে আসুক বা না আসুক, আন্দোলিত হবেনই। আলা হযরতের ভাই, শাহানশাহে সুখন মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, শাহজাদায়ে আলা হযরত, হুযুর মুফতীয়ে আযম ভারত মাওলানা মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং অন্যান্য ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের লিখিত কালাম পাঠ করা ও শুনাতেও اِنْ شَآءَ الله ইশ্‌কে রাসূলে বৃদ্ধি হবে। (তিনি এক মাদানী মুযাকারায় বলেছেন:) আলা হযরতের কদমের সাথে লেগে থাকুন اِنْ شَآءَ الله ইশ্‌কের সকল ধাপ সহজেই অতিক্রম হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: হাদায়িকে বখশীশের ব্যাপারেও কিছু বলুন?

উত্তর: আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাতের গ্রন্থ **"হাদায়িখে বখশীশ"** পাঠ করুন। ভাল উর্দূ জানা ব্যক্তি যদি হাদায়িকে বখশীশকে বুঝে পাঠ করতে থাকে তবে অনেক বড় আশিকে রাসূল হয়ে যাবে। সত্যি কথা হলো যে, ইশ্‌কে রাসূল অর্জনে পরিবেশ ও সহচর্য বেশি কার্যকর। সহচর্যের মাধ্যমে প্রেরণা বৃদ্ধি পায়। যেমন; কেউ হজ্ব বা মদীনা পাকের হাজিরীর জন্য গেলো এবং এই সফরে কোন আশিকে মদীনার সহচর্য লাভ

www.dawateislami.net

হলো না তবে তার আগ্রহ নসীব হবে না অতএব হারামাঈনে তায়্যিবাইনের সফর আগ্রহী ও জ্ঞানীদের সাথে করা উচিৎ। তাছাড়া নিজের দেশেও আশিকানে রাসূলের সহচর্যে অধিকতর সময় কাটানো উচিৎ। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহ এবং মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণে মদীনা শরীফের ভালবাসার স্বাদ পাওয়া যায়।

দানা খাক মে মিল কর গুলে গুলযার হোতা হে

প্রশ্ন: আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর এই মাকতা[১] এর ব্যাখ্যা করে দিন:

রযা জু দিল কো বানানা থা জলওয়া গাহে হাবীব
তু পেয়ারে কেয়দে খুদী সে রাহিদা হোনা থা

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৪৭ পৃষ্ঠা)

উত্তর: ইকবাল বলেন:

মিঠা দেয় আপনি হাস্তি কো আগর কুছ মরতবা চাহে
কেহ দানা খাক মে মিল কর গুলে গুলযার হোতা হে

হয়তো ডক্টর ইকবাল আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর এই মাকতাকে সহজ করেছেন,

১. নাত বা গজলের শেষ পংতি, যেখানে কবি বা শায়ের নিজের জন্য দোয়ার বাক্য লিখে থাকেন।

www.dawateislami.net

কেননা ইতিহাসে বিদ্যমান রয়েছে: ডক্টর ইকবাল আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি খুব বেশি প্রভাবিত ছিলেন। যাইহোক আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই পংক্তিতে বলছেন: "হে রযা! তুমি চাও যে, তোমার অন্তরে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জলওয়া ছেয়ে যাক, তবে নিজেকে বুঝাও এবং নিজেকে কিছু মনে করার চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যাও।" অর্থাৎ বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করলেই তোমার অন্তরে **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জলওয়া অবতীর্ণ হয়ে আসবে আর যদি নিজেকে কিছু মনে করো এবং "আমি আমি" করো তবে কিছুই হবে না। এটা ছিলো আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বিনয়, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আপদমস্তক বিনয়ের অনুসারি ছিলেন। যদি আমরাও বিনয়ী হই তবে আসলেই সেই জলওয়া কোথায় নেই! কিন্ত আসলে আমাদের মাঝে বিনয়ই নেই।

একটি পছন্দনীয় কিতাব নির্বাচন

প্রশ্ন: যদি আপনাকে কোন জঙ্গল বা মরুভুমি ইত্যাদিতে অবরুদ্ধ করে দেয়া হয় এবং আপনার সাথে কুরআন ও হাদীস ব্যতীত শুধুমাত্র একটি কিতাব রাখার অনুমতি দেয়া হয় তবে আপনি কোন কিতাবটি নির্বাচন করবেন?

www.dawateislami.net

উত্তরঃ ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ৩০ খন্ডকে সেই অবরুদ্ধকারী যদি একটি কিতাব বলে মেনে নেয় তবে আমি আমার সাথে আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফ নিয়ে যাওয়ার আবেদন করবো, কেননা এতে অনেক কিছুই রয়েছে, ইবাদত ও দৃঢ় বিশ্বাসের ব্যাপারে অসংখ্য নির্দেশনা বিদ্যমান রয়েছে, তাছাড়া এতে তাসাউফও রয়েছে।[১]

কিতাবের মধ্যে কানযুল ঈমানের অনুবাদ দেয়ার কারণ

প্রশ্নঃ হুযুর! আপনি আপনার বয়ান ওলিখনী ইত্যাদিতে আয়াতে মুবারাকার অনুবাদে **"কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ"**ই করে থাকেন, এর কারণ কি?

উত্তরঃ যেমনিভাবে আলা হযরতের সকল কথাই কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী, তেমনিভাবে তাঁর জগদ্বীখ্যাত **কুরআনের অনুবাদ কানযুল ঈমান**ও কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী এবং ইশ্‌ক ও ভালবাসাপূর্ণ। এই অনুবাদের যেই বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা আর কোন অনুবাদে পাওয়া যায় না, তাই আমি কানযুল ঈমান থেকেই অনুবাদ দিয়ে থাকি।

১. আমীরে আহলে সুন্নাত কি কাহানী উনহি কি যবানি, ৬ষ্ট পর্ব।

www.dawateislami.net

কুরআনে করীম **আল্লাহ পাকের** বাণী, এর অনুবাদ করা কোন সহজ কাজ নয়। যেসকল লোকেরা সহজ মনে করে এর অনুবাদ করার চেষ্টা করেছে, তারা হোঁচটও অনেক খেয়েছে। এই অনুবাদকদের দৃষ্টি কুরআনী শব্দের রূহ পর্যন্ত পৌঁছায় না, শাব্দিক অনুবাদ করার কারণে তারা মকামে উলুহিয়্যত (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** শান ও মান) এবং শানে রিসালত (অর্থাৎ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বপূর্ণ শান) এর মান রাখতে পারেনি এবং এরূপ শব্দ ব্যবহার করেছে, যা **আল্লাহ পাকের** শান ও **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানের অকাট্য পরিপন্থি। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অনুবাদের ধরন এমন ছিলো যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুখস্ত আয়াতে করীমার অনুবাদ বলে যেতেন এবং সদরুশ শরীয়া (মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) তা লিখতে থাকতেন। অতঃপর যখন সদরুশ শরীয়া এবং উপস্থিত অন্যান্য ওলামাগণ আলা হযরতের অনুবাদকে তাফসীরের কিতাবসমূহের সাথে তুলনা করতেন তখন এটা দেখে হতবাক হয়ে যেতেন যে, আলা হযরতের এরূপ অনায়াসে বলা অনুবাদ একেবারেই নির্ভরযোগ্য তাফসীরের কিতাব সমূহের অনুযায়ী হতো।[১]

১. আনওয়ারে কানযুল ঈমান, ৯৩২ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

আলা হযরতের তাঁর পীর ও মুর্শিদের প্রতি ভালবাসা

প্রশ্ন: আলা হযরতের তাঁর পীর ও মুর্শিদের প্রতি কিরূপ ভালবাসা ছিলো?

উত্তর: আমার আক্বা আলা হযরতের তাঁর বুযুর্গদের প্রতি কিরূপ ভক্তি ও ভালবাসা ছিলো, স্বয়ং একজন অলীয়ে কামিল হওয়ার পরও গাউসিয়্যতের দরবারে আরয করছেন:

রযা কা খাতেমা বিল খাইর হোগা
তেরী রহমত আগর শামিল হে ইয়া গাউস

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৬৩ পৃষ্ঠা)

তাঁর দাদাপীর হযরত সৈয়দ শাহ আলে আহমদ আচ্ছে মিয়া মারহারভী কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যাপারে বলেন:

নামা সে রযা কে আব মিট জাও বুরে কামো
দেখো মেরে পাল্লে পর ওহ আচ্ছে মিয়াঁ আয়া
খুশ কারে রযা খুশ হো সব কাম ভালে হোঙ্গে
ওহ আচ্ছে মিয়াঁ পেয়ারা আচ্ছোঁ কা মিয়াঁ আয়া

(হাদায়িকে বখশীশ, ৪৯ পৃষ্ঠা)

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর এই কালামের মাকতার পূর্বের লাইনে বিনয় ও একাগ্রতা সহকারে নিজেকে "বদকার" বলেছেন, আমি এই জায়গায় "খুশকার" করে দিয়েছি এবং "বদ কাম" কে "সব কাম" দ্বার পরিবর্তন

www.dawateislami.net

করে দিয়েছি। এবার এই মাকতাকে আমি নিজের জন্য আরয করছি:

বদকার গাদা খুশ হো বদকাম ভালে হোঙ্গে
দেখো মেরে পাল্লে পর ওহ আহমদ রযা খাঁন আয়া[১]

অনুসরণীয় আদর্শ কাকে বানাবে?

প্রশ্ন: আমাদের নিজের অনুসরণীয় আদর্শ কাকে বানানো উচিৎ?

উত্তর: বর্তমান যুগের জন্য সায়্যিদী আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, আশিকে মাহে নবুয়ত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এমন এক ব্যক্তিত্ব যে, যাঁকে আইডেল (Ideal) বানিয়ে আমরা উভয় জগতের সফলতা অর্জন করতে পারি। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতিটি বাণী ও কর্ম কুরআন ও সুন্নাত অনুযায়ী ছিলো, তাই তাঁকেই অনুসরণীয় আদর্শ বানিয়ে তাঁর আঁচলকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে "এক দরগীর মুহকাম গীর অর্থাৎ একটি দরজা ধরো আর শক্তভাবেই ধরো" এর উদাহরন হয়ে যান। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বিপরীতে কোন ব্যক্তিত্বের প্রতি প্রভাবিত হয়ে নিজের ভক্তিকে ক্ষত হওয়া থেকে বাঁচান।

১. তাঙ্গদস্তি অউর রিযক মে বেবরকতী কা সবব, ১৫ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

খায়িফে কিবরিয়া ..... হে রযা হে রযা
আশিকে মুস্তফা ..... হে রযা হে রযা
সুন্নাতোঁ কে পেশওয়া ..... হে রযা হে রযা
রেহবর ও রেহনুমা ..... হে রযা হে রযা
সূফীয়ে বা-সাফা ..... হে রযা হে রযা
সাহিবে ইত্তিকা ..... হে রযা হে রযা
খুবরু ও খুশ আদা ..... হে রযা হে রযা
দিলবর ও দিলরুবা ..... হে রযা হে রযা
আশিকে আউলিয়া ..... হে রযা হে রযা
যি-নাতে ইতকিয়া ..... হে রযা হে রযা
আলিমে বাআমল ..... হে রযা হে রযা
মুফতীয়ে বে বদল ..... হে রযা হে রযা

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাত বলেন:

বর্তমান সময়ে আমার কাছে সুন্নীয়তের মানদণ্ড হলো; "আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ", তিনি যা বলেছেন তার উপর আমার চোখ বন্ধ।

(৪ যিলহজ্ব ১৪৪১হিঃ, ২৫ জুলাইল ২০২০ইং)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net